বিষে ভরা ফুল

(একটি সামাজিক উপন্যাস)

পর্যালোচনা ঃ মাস্টার সিরাজুল হক

'বিনা পণের বউ'-এর পর এটি লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'বিনা পণের বউ'-এর মতোই এই দ্বিতীয় উপন্যাসটিও আব্দুল হামীদ ফাইযীর ছাত্র জীবনে ১৯৮১ সালে মহিষাডহরীতে বসে লেখা।

অস্বীকার করার উপায় নেই, উপন্যাস রচনার হাতটিও তাঁর বেশ দক্ষ। একজন নীরস যুক্তিধর্মী প্রাবন্ধিকের কলম থেকে এমন সরস সাবলীল কল্পনানির্ভর উপন্যাসও যে রচিত হতে পারে, তা ভাবা যায় না। প্রতিভার ধর্মই এই, যা স্পর্শ করে, তাতেই সোনা ফলে।

একদিকে ইসলামী প্রবন্ধ লিখে তিনি যেমন ইসলামী সমাজ-মন তৈরী করছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিবাদযোগ্য পুস্তকের প্রতিবাদ লিখে সমার্জনী চালিয়ে অধর্মীয়-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন, অপরদিকে মুসলিম সমাজের অতি বাস্তব ঘটনা-সম্বলিত ঘরোয়া তথা সামাজিক সমস্যাগুলিকে কল্পনার রসে চুবিয়ে সুনিপুণভাবে চিত্রায়িত করছেন এক-একটি উপন্যাস। অনবদ্য!

'বিনা পণের বউ'তে পেলাম বধূ নির্যাতনের করুণ কাহিনী। 'বিষে ভরা ফুল'-এ দেখলাম শ্বশুর-শাশুড়ী নির্যাতনের মর্মান্তিক দৃশ্য। অপূর্ব!

উভয় উপন্যাসের নামের শুরুতে 'বি'। 'বি' মানে কি বিপন্নতা, বিষাক্ততা, বিপর্যয়তা? দিশাহীন, ধর্মহীন, ভোগলিপ্সু আধুনিক মুসলিম সমাজের বুকে ঘনীভূত মেঘাড়ম্বরের চিত্রাঙ্কন?

তাঁর উপন্যাসের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য---ছোট গল্পের মতো---হঠাৎ শুরু হয়, আচমকা শেষ হয়। 'বিনা পণের বউ'-এর মতো এতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে।

আর পাহাড়ী নদীর মতো বিপুল আবেগে দুর্নিবার আকর্ষণে পাঠক মনকে অনিবার্য পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চুম্বকীয় ক্ষমতা। যে আকর্ষণের টানে 'বিনা পণের বউ' পড়ার সুগভীর মগ্নতায় লেখকের শ্বশুর সাহেব ট্রেন থেকে নির্দিষ্ট স্টেশনে নামতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেই দুর্দম আকর্ষণ এখানেও। আজ তাঁর শ্বশুর সাহেব বেঁচে থাকলে, বাসস্ট্যান্ডের কোলাহল থেকে দূরে কোন এক গাছের ছায়ায় 'বিষে ভরা ফুল' পড়তে পড়তে হয়তো নির্দিষ্ট বাসে উঠতেও ভুলে যেতেন এমন সম্মোহনী যাদুর মায়ায়। প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই গো-গ্রামে গেলার মতো।

'বিনা পণের বউ'-এর সমাপ্তি ঘটেছে বধুর আত্মহত্যার মধ্যে। বিয়োগান্তক উপন্যাস।

'বিষে ভরা ফুল'-এর সমাপ্তিতে পিতা ও পৌত্রের মৃত্যু হলেও, চিরদিনের গলার কাঁটা' বিদায় নেওয়ায়,---মা ফিরে পেয়েছে স্নেহের পুত্র এবং সাধের সংসার। মিলনান্তক উপন্যাস।

লেখকের কাছে আমাদের আশা যে, মহিষাডহরী জীবনে কিংবা তৎ পরবর্তী জীবনে আরও কোন উপন্যাস লিখে থাকলে, সেগুলি একে একে প্রকাশ করুন। আর না লিখে থাকলে এখন অবসরের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে লিখুন। উপন্যাস লেখার এমন সুন্দর হাত ও সুন্দর মনটি অবহেলায় অব্যবহারে নষ্ট হতে দেবেন না।

৬/১২/২০১০

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com